শতকরা ৯০ জন মুসলমানের এই দেশে সংবিধান সংশোধন করে ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব হবে না -মকবুল আহমদ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব মকবুল আহমাদ বলেন, শতকরা ৯০ জন মুসলমানের এই দেশে সংবিধান সংশোধন করে ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব হবে না। প্রতিবেশী ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেখানেও তো ধর্মীয় আদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক দল আছে। তাহলে বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করা কি বাস্তব? দেশের জনগণ সরকারের এ সব অবাস্তব পদক্ষেপ মানবে না। সংবিধান সংশোধনের অবাস্তব চিন্তা বাদ দেয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি আজ বিকেলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ফ্যাসিস্ট ও ব্যর্থ সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী জামায়াত কর্তৃক আয়োজিত ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথী হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন। এ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলাম। ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারী জনাব হামিদুর রহমান আজাদ এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়িক কাজী হারুন, জনাব একেএম রফিকুন্নবী, বস্ত্র ব্যবসায়ী শাহাবউদ্দিন মুন্সি, আবুল কালাম আজাদ, পরিবহন ব্যবসায়ী আবদুল মোতালিব ও মোহাম্মদ উল্লাহ হারুন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মুমিনুল ইসলাম পাটওয়ারী, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জনাব নূরুল ইসলাম বুলবুল ও মাওলানা আবদুল হালিম।

জনাব মকবুল আহমাদ আরো বলেন, দেশে আজ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নেই। সন্ত্রাস চাঁদাবাজী ও গুম হওয়ার ভয়ে মানুষ আজ আতংকিত। '৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত দেশে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল বর্তমানে সেই অবস্থা বিরাজ করছে। সিলেট সীমান্তে ইউরিয়াম সমৃদ্ধ অঞ্চলে ভারতীয় বিএসএফ বারবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু সরকার তার কোন প্রতিবাদ করছে না। বিএসএফ-এর হামলা এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কতজন লোক মারা গিয়েছে এবং কি পরিমাণ সম্পদের ক্ষতি হয়েছে সে সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশের একটি বৈধ রাজনৈতিক দল। কিন্তু সরকার জামায়াতে ইসলামীকে সভা-সমাবেশ করতে দিচ্ছে না। সংবাদপত্রে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে দিচ্ছে না। এভাবে দমণ-পীড়ন চালিয়ে সত্য গোপন করে রাখা যাবে না।

তিনি বলেন, আজকে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলকারখানা সব হুমকির মুখে। যানজটে এক বছরে ১৯ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে, গ্যাস সংকটে নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের শিল্প এলাকায় ৭০ ভাগ উৎপাদন কমে গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ৩/৪ ঘণ্টার বেশী বিদ্যুৎ থাকে না। দেড় শতাধিক গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ইউরিয়া সারকারখানায় গত কয়েক মাসে ৭শত ৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। দেশের ১৫টি চিনি কলের মধ্যে ৮টি চিনিকল বন্ধ, ৭টিতে কোটি কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে। ৬ হাজার হোসিয়ারী শিল্প বন্ধ হওয়ার পথে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ব্যাংকে ৩৩ হাজার ৫শ ২০ কোটি টাকা অলস পড়ে আছে। এ থেকেই সহজেই অনুমান করা যায় দেশের অর্থনীতির অবস্থা কী সাংঘাতিক।

তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করেও সমস্যার কোন সমাধান হবে না। কাজেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বন্ধ করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সেই সাথে তিনি জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের দাবী জানান।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেন, সরকার জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আবদুল কাদের মোল্লাসহ ৩ হাজার ২শত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে। তিনি অবিলম্বে তাদেরসহ বিরোধী দলের সবাইকে নি:শর্তভাবে মুক্তি প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান।

তিনি আরো বলেন, এই সরকারের আমলে শিল্পে উৎপাদন কমেছে, বেকারত্ব বেড়েছে, ১৫০টির অধিক গার্মেন্টস শিল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশের পাট বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের বহু পাটকল বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বর্তমান ব্যর্থ সরকার দেশের স্বার্থ বিদেশীদের হাতে বিকিয়ে দিচ্ছে। সরকার জনগণকে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, জ্বালানী দিতে পারছে না। এ সরকার সব দিক দিয়ে ব্যর্থ। সরকারী দলের লোকেরা দেশে অবাধে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী করছে। চাপাতিলীগ সন্ত্রাস করছে, টেন্ডারবাজী করছে, শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস করছে কিন্তু সরকার তাদের ধরছে না। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে অন্যায়ভাবে জামায়াত-শিবিরের লোকদের গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন চালাচ্ছে। সরকারের ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার জন্যই যুদ্ধাপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের ইস্যু নিয়ে আসা হয়েছে। এ সব ইস্যু সৃষ্টি করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে না। ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করার পায়তারা চালানো থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণকে সরকারের পদত্যাগের দাবী জানাতে বাধ্য করবেন না।

মুক্তির পর খালেদার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন শমসের মবিন চৌধুরী

বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সদ্য কারামুক্ত দলের ভাইস চেয়ারম্যান শমসের মবিন চৌধুরী সাক্ষাতরেছেন। বৃহস্পতিবার রাতে গুলশানের কার্যালয়ে সাক্ষাতালে খালেদা জিয়ার হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন তিনি। এর আগে রাত সাড়ে ১০টায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এই কূটনীতিক।

জামিনের আদেশ পাওয়ার পর কারাগার থেকে তাকে মুক্তি দিতে বেশ নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়। জামিন পৌঁছার পর তা যাচাই-বাছাই করে কারা কর্তৃপক্ষ সেল থেকে অফিসে বসিয়ে রাখে শমসের মবিন চৌধুরীকে। তারপরও ওপরের আদেশের অপেক্ষা করতে থাকেন তারা। একপর্যায়ে তিনি মুক্তি পাচ্ছেন না- এমন কথাও বলে দেয়া হয় বাইরে অপেক্ষমাণ আত্মীয়স্বজন ও বিএনপি নেতাকর্মীদের। পরে রাত সাড়ে ১০টায় তিনি মুক্তি পান।

এসময় কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা এম. ইলিয়াস আলী, আবদুস সালাম, হাবিব উন নবী খান সোহেল, মীর শরফত আলী সপু, শাম্মী আখতার এমপি প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ২৭ জুন হরতাল চলাকালে পুলিশের কাজে বাধাদান ও গাড়ি ভাংচুরের অভিযোগে রাজধানীর মহাখালীর ওয়ারলেস গেট থেকে শমসের মবিন চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তাকে দু'দফায় রিমান্ডে নেয়া হয়।

শমসের মবিন চৌধুরীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি সিনিয়র অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন। শুন-ানিতে তাকে সহায়তা করেন ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, বার সমিতির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল ও অ্যাডভোকেট গাজী কামরুল ইসলাম সজল। আর সরকারপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মমতাজ উদ্দিন ফকির।

উল্লেখ্য, শমসের মবিন চৌধুরী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি বীর বিক্রম খেতাব অর্জন করেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, তা তিনি নিউজ আকারে সারাদিন পাঠ করে শোনান।

পরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে এক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে আহত হন এবং গ্রেফতার হয়ে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টে বন্দি থাকেন।

নকল করে সংবিধান রচনা করা হয়েছিল: আব্দুল আউয়াল মিন্টু

সংবিধান সংশোধনকালে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ যেন বদলে ফেলা না হয়, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বক্তারা। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে রাজনৈতিক ঐক্যফ্রন্ট আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় তা এ পরামর্শ দেন।

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুল আউয়াল মিন্টু বলেন, সংবিধান নকল করে রচনা করা হয়েছিল মাত্র ৬ মাসে। সে সময় নকলের কাজটিও ভালোভাবে করা হয়নি বলে আজ সংবিধান সংশোধনের দরকার পড়েছে। বিশিষ্ট কলামিস্ট সাদেক খান বলেন, সংবিধান সংশোধন করে মার্শাল ল' ঠেকানো যাবে না। দেশে প্রকৃত আইনের শাসন থাকলে এমনিতেই মার্শাল ল' আসতে পারবে না। দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক মোবায়দুর রহমান বলেন, বাঙালি ও বাংলাদেশি বিতর্কের সমাধান না করে সংবিধান সংশোধন বিশ্বাসযোগ্যতা পাবে না। ড. সুকোমল বড়ুয়া বলেন, সংবিধান সংশোধনের সময় বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের বিষয়টি বদলে ফেলা না হয়। মানবাধিকার নেত্রী অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন, রাজনীতিবিদরাই মানবাধিকার কর্মী। যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদে তাদেরই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। কবি আল মুজাহিদী বলেন, নিজেকে নিরাপদ করতে হলে সরকারকে বিরোধী নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। সব বিষয়ে আজ জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই।

নাজাত ইসলামী মারকাজ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (Reg: 1133459)

সেবাসমূহ ঃ
- নাজাত এম্বুলেন্স সার্ভিস
- বয়স্ক সেবা ও তালিম
- কোরান প্রশিক্ষণ হিফজ বিভাগ
- শেলাই প্রশিক্ষন
- কম্পিউটার প্রশিক্ষন
- উন্মুক্ত পাঠাগার
- ফ্রী ফ্রাইডে চিকিৎসা ও মেডিসিনি প্রদান

গরীব এন্ড এতিম ফান্ড ট্রাস্ট ইউকের একটি প্রজেক্ট নাজাত ফাউন্ডেশন। এ বিশাল কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজন আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
মাওলানা ছালেহ আহমদ হামিদী
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল নাজাত ইসলামী মারকাজ
Mobile: 07957 382 021